REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের গ্রাহকদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ২৷০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ. মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্ট, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

বড়বাজার।

১৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১লা ভাদ্র বুধবার ১৩৩৯ ইংরাজী 17th August 1932 | ১৪শ সংখ্যা

হিলিংবাম

গত ৩৮ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না বা অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই, এম, এস, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ছাদের জন্য
লোহার কড়ি
বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্‌টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।
নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১লা ভাদ্র বুধবার ১৩৩৯ সাল।

স্পেনীয় জাহাজ জলমগ্ন।

আজানা নামক একখানি স্পেনদেশীয় জাহাজ সাভোরা দ্বীপের নিকট জলমগ্ন হইয়াছে। ফলে ২২ জন নাবিক ডুবিয়া গিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি'র দণ্ড।

চোরাই মাল রাখার অভিযোগে নোয়াখালির ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি, জাফর আহম্মদের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। দায়রা জজের নিকট আপীলেও পূর্ব্বদণ্ড বাহাল রাখা হইয়াছে।

উড়ো জাহাজে পৃথিবী ভ্রমণ।

মেদিনীপুর নন্দীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদারের ১৭ বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী সেবারাণী উড়ো জাহাজে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি প্রথম সিংহল হইতে দমদমে আসিবেন।

কান্দী হইতে যাতায়াতের ব্যবস্থা।

গত ৯ই আগষ্ট কান্দী হালিফক্স হলে এইস্থানের অধিবাসীদের এক সভা হয়। কান্দী হইতে বহরমপুর ও মহকুমার অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের অসুবিধা দূর করিকরিবার জন্য এই সভায় ৫০০০০৲ টাকা মুলধন লইয়া একটী কো-অপারেটিভ মোটর কোম্পানী স্থাপন করা স্থির হয়। শীঘ্রই কোম্পানীটিকে রেজেষ্ট্রী করিয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে।

ষ্টিমার চলাচল।

সহযোগী 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' গত ১৮ই শ্রাবণ তারিখের কাগজে সংবাদ দিয়াছেন যে, ভাগীরথীর জল বৃদ্ধি হওয়ায় কলিকাতা হইতে ধুলিয়ান পর্য্যন্ত ষ্টিমার যাতায়াত গত রবিবার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সংবাদ ঠিক নহে। কলিকাতা হইতে ধুলিয়ান যাইতে হইলে জঙ্গিপুর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। আমরা জঙ্গিপুরে উক্ত ষ্টিমার চলাচলের কোন নিদর্শন পাইতেছি না।

জঙ্গলের ধারে মুমূর্ষু অবস্থায়
রহস্যজনক নরহত্যা

রাজসাহী, ১২ই আগষ্ট

পাপা থানার এলাকাধীন বারমীপাড়া গ্রামের চন্দ্র মণ্ডলকে তাহার বাড়ীর নিকট একটী জঙ্গলের কাছে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার অঙ্গে দুইটী জখমের দাগ ছিল। সে অল্পক্ষণ পরেই মারা যায়। পুলিশ সন্দেহক্রমে ঐ গ্রামের বিনোদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করিয়াছে অভিযোগ এই যে, ঘটনার দিন সে জঙ্গলের কাছে লুকাইয়া থাকিয়া চন্দ্রকে ছোরা দিয়া আক্রমণ করে এবং জখম করিয়া পলাইয়া যায়।

চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফপ্রদান।
কয়েদীর পলায়নের চেষ্টা।

চুচুড়া, ১৩ই আগষ্ট

কলিকাতায় কোন খুনের মামলা সম্পর্কে কাঙ্গালীচরণ ভড় নামক একজন লোককে পুলিশ বেনারসে গ্রেপ্তার করিয়া গত ৩০শে জুলাই কলিকাতায় লইয়া যাইতেছিল। ট্রেণখানা চুচুড়া ষ্টেশন ছাড়িবামাত্র ভড় চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফপ্রদান করে। তাহার সঙ্গে যে পুলিশ প্রহরী ছিল, সেও সেই সঙ্গে সঙ্গে লম্ফপ্রদান করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। স্থানীয় একজন দফাদারও তাহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল। বিচারে ভড়ের ৪ মাস কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছে।

ছাগ-দুগ্ধের উপকারিতা।
ইংলণ্ডে ব্যবহার বৃদ্ধি।

বিলাতে আজকাল ছাগলের দুধের খুব বেশী ব্যবহার হইতেছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে দুই লক্ষ গ্যালন ছাগ-দুগ্ধ উৎপাদন হইত; পরে ছয় বৎসর পূর্ব্বে ১ কোটী ২ লক্ষ গ্যালন দুগ্ধ উৎপাদন হইয়াছিল। আজ বিলাতে ২ কোটী গ্যালন ছাগ-দুগ্ধ উৎপাদন হয়। ছাগ-দুগ্ধের জনপ্রিয়তার কারণ এই যে, ইহা গরুর দুগ্ধ অপেক্ষা সহজপাচ্য, ইহার ভিতর মাখনের অংশ বেশী এবং ইহার ভিতর যক্ষ্মারোগের বীজাণু মোটেই থাকে না; আর এদেশের মেয়েরা বলেন যে, ইহা দ্বারা ত্বকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। প্রত্যহ তিনবার করিয়া মুখ হাত ও গলা ছাগ-দুগ্ধ সহযোগে ধুইলে পরে খুব সুন্দরী হইতে পারা যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার ১৯৩২ সালের
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত।

ডিভিসন্যাল ১৫৲ বৃত্তি।
শ্রীশরদিন্দু ঘোষ জিয়াগঞ্জ এডওয়ার্ড হাই।
জেলার ১০৲ বৃত্তি।
শ্রীঅমলেন্দু রায় খাগড়া এল, এম, এস, হাই।
শ্রীশ্যামাপদ বিশ্বাস লালগোলা এম, এন, একাডেমি।

ভারতবর্ষের ভোটাধিকার কমিটির পাবলিসিটি অফিসারের সাদর সম্ভাষণসহ ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটির রিপোর্টের ১ম ভাগের সংক্ষিপ্ত সার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কমিটি যুক্তপ্রদেশে দুইবার যান। ঐ প্রদেশ সম্বন্ধে প্রাদেশিক কমিটি নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ৭,২২০,০০০ এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ৭,৬০০,০০০ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভোটাধিকার কমিটি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, উহা ১,৮০০ আদর্শ গ্রামের বিস্তারিত অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া তৈয়ার হইয়াছিল। কিন্তু ভোটাধিকার কমিটি পুরুষদিগের পক্ষে যোগ্যতার হিসাবে উচ্চ প্রাইমারী শিক্ষা যোগ করিয়াছেন। এজন্য মোট সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অবশ্যকতা নাই, কারণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অনুসারে স্ত্রীলোকদিগের যোগ্যতা যে একটী আরও একটির মধ্যে পড়িবে তাহার জন্য বাদ পাওয়া যাইবে। প্রস্তাবিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ হইবে এবং স্ত্রীলোকদিগের ভোটসংখ্যা ১,৬০০,০০০ হইবে।

পাঞ্জাবের বেলা, কমিটি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক কমিটি কর্ত্তৃক যথাক্রমে প্রস্তাবিত ২,৩০০,০০০ ও ২,৭০০,০০০, স্থলে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ২,৮০০,০০০ বা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১২ ভাগ প্রস্তাব করেন। ভোটারদিগের মধ্যে ৪৫০,০০০ জন স্ত্রীলোক হইবে। ভোটাধিকার কমিটির ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণ এই যে, ভোটাধিকার কমিটি অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক, অবনত জাতি ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে হিসাবের জন্য গণনা করিয়াছেন। কিন্তু ভোটাধিকার কমিটি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে একটী বিশেষ ত্রুটি রহিয়াছে। যে সকল জাতি কৃষিজীবী নহে তাহাদের সংখ্যা প্রাদেশিক মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কেবলমাত্র শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ পাওয়া যাইতেছে। কমিটি প্রস্তাব করেন যে, গবর্ণমেণ্ট যেন এই বিষয়ে আরও বিবেচনা করিয়া দেখেন।

বিহার ও উড়িষ্যায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ২,৯০০,০০০ ও প্রাদেশিক কমিটি ১,৭৫০,০০০ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত প্রস্তাব অনুসারে নির্ব্বাচকমণ্ডলী, মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮ ভাগ ও শেষোক্ত প্রস্তাব অনুসারে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ হইবে। ভোটাধিকার কমিটি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মচারীর অভাবের দরুণ ও বর্ত্তমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১ ভাগ মাত্র হওয়ায় এই প্রদেশে বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন না যে, নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ৩,০০০,০০০ বেশী হইলে কাজ চালান অসাধ্য হইবে। তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে, বৎসরে কমপক্ষে ছয় আনা চৌকিদারী টেক্স বা সহর অঞ্চলে ঐ হারে মিউনিসিপ্যাল টেক্স প্রদান করা ভোটাধিকারের সাধারণ ভিত্তি হইবে। স্ত্রীলোকদিগের ও অবনত জাতিদিগের জন্য বিশেষ বিধানের কথা তাঁহারা প্রস্তাব করেন। ইহা হইলে, মোট নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০,০০০ বা মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১০ ভাগ হইবে। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ৩৫০,০০০ স্ত্রীলোক হইবে।

মধ্যপ্রদেশে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক কমিটি নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা যথাক্রমে ১,৫০০,০০০ ও ১,৭৫০,০০০ অর্থাৎ জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ ও কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ ১১ ভাগ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভোটাধিকার কমিটি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে অন্যূন ১,৫০০,০০০ নির্ব্বাচকমণ্ডলী উপস্থিত করিতে হইবে এবং অবনত জাতি ও স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে। দেখা যায় যে, যেহেতু বর্ত্তমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী কেবলমাত্র শতকরা ১ ভাগের কিঞ্চিৎ অধিক, সে কারণে বিহারের ন্যায় এই প্রদেশেও কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে।

আসামে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পরিসর মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগের অধিক বৃদ্ধি করার বিরোধী ছিলেন। ইহা বর্ত্তমান সংখ্যার তিন গুণ। প্রাদেশিক কমিটি ভূমিরাজস্ব বা চৌকিদারী টেক্স বাবদ দেয় টাকার পরিমাণ যোগ্যতার জন্য কমাইয়া দিয়া শতকরা ১৫ ভাগ ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু কিরূপ কমাইতে হইবে তাহা সঠিকভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই।

আসামে জনসংখ্যা বিরল ও নানাস্থানে ছড়ান থাকায় এবং রাস্তাঘাটের অসুবিধার দরুণ, ভোটাধিকার কমিটি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু আরও অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোককে ও যে সকল পুরুষ কোন কোন নির্দ্দিষ্ট মানের শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাদিগকেও ভোটাধিকার দিতে হইবে। ইহার ফলে যে নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইবে তাহার সংখ্যা আনুমানিক কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ ১,০০০,০০০ বা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ হইবে। প্রায় ২০০,০০০ নির্ব্বাচনকারী স্ত্রীলোক হইবে। ক্রমশঃ

আহ্বান।

(গান)

মম অন্তর মাঝে কি জানি কি বাজে
ডাকিগো তোমারে তাই,
ফুটিয়া উঠিয়া হিয়ার আবেগ
লুটিয়া পড়িছে গায়।

ধরিতে পারি না এ দেহ ভার
অলীক কামনা ঘুচেছে আমার
শূন্য জীবনে ধন্য হইতে হৃদয় ছুটিয়া যায়,
নাথ ডাকিগো তোমারে তাই।

পূজিতে তোমারে এনেছি বেদনা
এনেছি অশ্রুজল,
এনেছি দীনতা করুণ প্রার্থনা
হীনের যা কিছু বল—

এস প্রাণের ফোয়ারা ছুটায়ে
এস প্রীতির পরশে লুটায়ে
বসহে দেবতা এ হৃদি আগারে
পরাণ তোমারে চায়
আজি ডাকিগো তোমারে তাই।

ব্রাহ্মণটুলি,
মাঘ ২৪, ১৩৩৬ } শ্রীপার্ব্বতীচরণ দাশ রায়, বি-এ

হোমিও ঔষধ ! হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৶০ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

মহারাজা, রাজা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

বাতের তৈল

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে ফলপ্রদ।
মূল্য ৪ আঃ শিশি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা

সোণামুখী তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা।

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী (বিশ্বাস) কবিরত্ন
সোণামুখী অফিস,
মণিগ্রাম পোঃ, (মুর্শিদাবাদ।)

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সংরক্ষণের অভিনব প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্ম আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মজনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেন :—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেণ্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

কোন অসুখই দুরারোগ্য নয়!

পেটেণ্ট ঔষধ সাধারণক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইলেও নানাপ্রকার ঔষধ সেবনে রোগের অবস্থা জটিল হইলে আমাদের পেটেণ্ট ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

বসন্ত মালতী।

এই মনোহর গন্ধযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মেচেতা, ব্রণ, ছুলি প্রভৃতি বিকৃত চিহ্ন বিদূরিত হইয়া মুখশ্রী সমুজ্জ্বল এবং বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়।

এক শিশি ।৵০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে ৫০ বৎসরের অধিক আমাদের বহুদর্শিতা আছে।

নেত্রামৃত।

ইহা ব্যবহারে চক্ষু লাল হওয়া, কর্‌কর্ করা, বেদনা-বোধ, জল ও পিচুটী পড়া, পাতায় চুলকণা হওয়া, পাতা জুড়িয়া যাওয়া, ঝাপ্‌সা দেখা প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়।

এক শিশি ১৲ টাকা।

দশনকান্তি চুর্ণ।

ইহা দ্বারা দন্তবেষ্টের স্ফীতি, বেদনা, কন্‌কনানি, রক্তপূয়াদি স্রাব ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

এক প্যাকেট ৵০ আনা।
এক কৌটা ।০ আনা।
এক শিশি ।০ আনা।

মফঃস্বলস্থ রোগিকে আমরা ডাকযোগে ব্যবস্থা দিয়া থাকি। রোগ বিবরণ গোপন রাখা হয়।

ক্ষুধাবতী।

ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি অচিরে বিনষ্ট হয়। ক্ষুধাবতী সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

এক শিশি ১৲ টাকা।

প্রত্যেক ঔষধ এক ডজন লইলে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

সি, কে, সেন
এণ্ড কোং লিঃ,
২৯ নং কলুটোলা—কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

কলিকাতা ব্রাঞ্চ —{ শ্যামবাজার (ট্রাম ডিপোর উত্তর)
২১৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ সিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন, প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ।

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

যে যে জিনিষ বহু লোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে তাহার কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইল।

১। "চন্দ্রপ্রভা বটীকা" :—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেইরকম, ইহা নূতন এবং পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের স্থতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ মহৌষধ। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

২। "মণি তৈল" :—গুণে এবং সৌগন্ধে অতুলনীয়। এই তৈল শরীরপোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, স্থগন্ধ প্রসাধনোপযোগী হাত পা জ্বালা প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ। ইহা সর্ব্বদা কেশে মর্দ্দন করিলে কেশরাশি স্থকোমল শ্রী ধারণ করে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে মোটা করে। প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

৩। "কর্ণ তৈল" :—সকল প্রকার কর্ণরোগের মূলোৎপাটক অতি মনোহর তৈল। প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা। সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডিঃ ডিঃ হাজরা এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অাত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্থতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় স্থফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট স্থলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।

পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।

বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।

লুং—হাঁপানীর উপকারী।

হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।

মূল্য প্রতি ড্রাম ।৹ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ৷৵৹ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোফল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১৷৹ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা।

এজেন্টস্—

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

কলিকাতা

বগুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত